নিত্যপণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে ৮ হাজার কোটি টাকার পণ্য কিনবে টিসিবি

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকার পণ্য কেনার পরিকল্পনা করেছে সরকারি বিপণন সংস্থা ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। ভোজ্যতেল, মসুর ডাল ও চিনির পাশাপাশি ছোলা ও খেজুরও কিনবে সংস্থাটি। প্রাথমিকভাবে এসব পণ্যের প্রায় অর্ধেক দেশীয় এবং বাকি অর্ধেক আন্তর্জাতিক বাজার থেকে সংগ্রহের পরিকল্পনা রয়েছে টিসিবির। তবে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে পণ্য সংগ্রহ তুলনামূলক বেশি প্রতিযোগিতামূলক ও নির্ভরযোগ্য হলে বিদেশ থেকে কেনার পরিমাণ বাড়ানো হতে পারে। টিসিবির চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ ফয়সল আজাদ এক সাক্ষাৎকারে এসব তথ্য জানান।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজার থেকে পণ্য সংগ্রহ বেশি প্রতিযোগিতামূলক ও নির্ভরযোগ্য হলে বিদেশ থেকে সংগ্রহের পরিমাণ বাড়ানো হতে পারে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, নিত্যপণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে চলতি অর্থবছরের জন্য একটি ক্রয় পরিকল্পনা করেছে টিসিবি। এ পরিকল্পনার আওতায় স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে ২২ কোটি লিটার ভোজ্যতেল, ২ লাখ ২০ হাজার মেট্রিক টন মসুর ডাল, ১ লাখ ১০ হাজার মেট্রিক টন চিনি, ১৪ হাজার মেট্রিক টন ছোলা এবং ৪ হাজার ৪০০ মেট্রিক টন খেজুর কেনা হবে।

পণ্যের পর্যাপ্ত মজুত ও ভোক্তাদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে মাসভিত্তিক চাহিদা, বরাদ্দ, গুদামে থাকা মজুত এবং পাইপলাইনে থাকা সরবরাহ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছে টিসিবি। মজুত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে গুদাম সক্ষমতাও বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে সংস্থাটি। বর্তমানে টিসিবির ৪০টি গুদাম রয়েছে। এর মধ্যে ৯টি নিজস্ব এবং ৩১টি ভাড়ায় নেওয়া। এসব গুদামের মোট ধারণক্ষমতা প্রায় ৪৮ হাজার ৩৭০ মেট্রিক টন। এর মধ্যে নিজস্ব গুদামের ধারণক্ষমতা ১৩ হাজার ৩৭১ মেট্রিক টন এবং ভাড়ার গুদামের ৩৪ হাজার ৯৯৯ মেট্রিক টন। চলমান কার্যক্রমের জন্য টিসিবির বর্তমান মজুত পরিস্থিতি সন্তোষজনক বলে জানিয়েছেন টিসিবির চেয়ারম্যান ফয়সল আজাদ। তিনি বলেন, নিত্যপণ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত ও বাজার স্থিতিশীল রাখতে, বিশেষ করে সরকারি সহায়তায় পণ্য পাওয়া ভোক্তাদের জন্য ক্রয় ও মজুত ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হচ্ছে। সরকারি ভর্তুকির ওপর নির্ভরতা কমাতেও কাজ করছে টিসিবি। প্রতিযোগিতামূলক দামে পণ্য কিনে কিছু পণ্য সামান্য মুনাফায় বিক্রির মাধ্যমে ভর্তুকি নির্ভরতা কমানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

নষ্ট খেজুর-কাজুবাদামসহ ৩২৬৮ মেট্রিক টন পণ্য ধ্বংস

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

চট্টগ্রাম বন্দরে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা নিলাম-অযোগ্য, নিম্নমান ও মেয়াদোত্তীর্ণ ১২৬টি কনটেইনারে থাকা ৩ হাজার ২৬৮ মেট্রিক টন পণ্য পরিবেশসম্মত উপায়ে ধ্বংস করছে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউস। গতকাল মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় এনবিআর।

গত সোমবার (২৪ আগস্ট) সকাল ১০টা থেকে চট্টগ্রাম বন্দর রিপাবলিক ক্লাবের পেছনে নির্ধারিত স্থানে এসব পণ্য ধ্বংসের কার্যক্রম শুরু হয়। কার্যক্রমটি নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

এনবিআর জানায়, ধ্বংসযোগ্য পণ্যের মধ্যে রয়েছে ৩৪ কনটেইনার নিম্নমানের খেজুর, ৪০ কনটেইনার মেয়াদোত্তীর্ণ সোডা অ্যাশ এবং ১৮ কনটেইনার মেয়াদোত্তীর্ণ ফিড গ্রেড লাইম স্টোন। এছাড়া পচনশীল ও নষ্ট হয়ে যাওয়া কমলা, পেঁয়াজ, কাজুবাদামসহ বিভিন্ন পণ্যও রয়েছে।

ধ্বংস কার্যক্রমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), আনসার সদস্য এবং স্থানীয় বন্দর থানা পুলিশের একটি দল সরেজমিনে উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করছে।

চট্টগ্রাম বন্দরে ৪৪২ কনটেইনার পণ্য ই-অকশনে বিক্রির উদ্যোগ

এনবিআর জানায়, দীর্ঘদিন ধরে বন্দরে পড়ে থাকা পচনশীল ও ক্ষতিকর পণ্য ধ্বংসের এ উদ্যোগ চট্টগ্রাম বন্দরের কনটেইনার জট নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

আমদানি নীতিতে বড় পরিবর্তন

ব্যবসা সহজ করতে নতুন কাঠামো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরু

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

দেশের আমদানি ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, স্বচ্ছ ও ব্যবসাবান্ধব করতে নতুন 'আমদানি নীতি আদেশ ২০২৬-২০২৯' জারি করেছে সরকার। নতুন এ নীতিতে আমদানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য তৈরি, ব্যবসায়ীদের জন্য নীতিগত স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জারি করা গেজেটে এ আদেশটি এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্টস (কন্ট্রোল) অ্যাক্ট, ১৯৫০-এর ধারা ৩(১) অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয়েছে। গেজেট অনুযায়ী, নতুন আমদানি নীতি আদেশ ২০২৬ সাল থেকে ২০২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। নতুন আমদানি নীতিতে ব্যবসায়ীদের জন্য আমদানি কার্যক্রম পরিচালনায় অধিকতর স্পষ্টতা ও কাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস, আমদানি শর্ত, প্রয়োজনীয় সনদপত্র, উৎস দেশ নির্ধারণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিধিমালা অনুসরণের বিষয়গুলোকে আরও সুসংগঠিত করা হয়েছে।

নীতিতে আমদানি পণ্যের উৎপত্তির দেশ সংক্রান্ত তথ্য নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে পণ্যের উৎস সম্পর্কে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় প্রযোজ্য সুবিধা গ্রহণ সহজ হবে। নতুন নীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট (এফটিএ), কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট, ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট এবং অন্যান্য

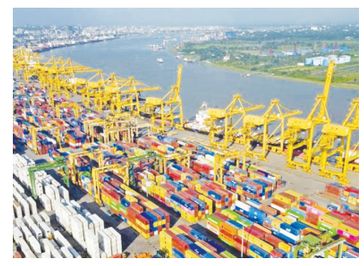

আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় সুবিধা গ্রহণের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

নতুন আমদানি নীতিতে আন্তর্জাতিক মান ও কারিগরি বিধিমালার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে টেকনিক্যাল ব্যরিয়ারর্স টু ট্রেড (টিবিটি), কোডেক্স অ্যালিমেন্টারিয়াস এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন-এর মানদণ্ড অনুসরণের বিষয়টি নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন মানসম্পন্ন পণ্য আমদানি নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশের বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী হবে। আমদানি ব্যবসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হলো নিয়ম-কানুনের জটিলতা ও নীতিগত অনিশ্চয়তা। নতুন নীতিতে আমদানি কার্যক্রমের বিভিন্ন সংজ্ঞা, প্রক্রিয়া ও শর্তাবলি স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে ব্যবসায়ীরা আগাম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি স্থিতিশীল ও দীর্ঘমেয়াদি আমদানি নীতি শিল্প খাতের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি আমদানি সহজ করবে। এতে উৎপাদন খরচ নিয়ন্ত্রণ এবং শিল্প সম্প্রসারণে সহায়তা পাওয়া যাবে। নতুন নীতির অন্যতম লক্ষ্য হলো আমদানি ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। পণ্য যাচাই, প্রয়োজনীয় নথিপত্র, সনদ ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের বিষয়গুলোকে সুস্পষ্ট করার মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের সময় ও ব্যয় কমানোর সুযোগ তৈরি হবে। খাতসংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, নতুন আমদানি নীতি শুধু আমদানি নিয়ন্ত্রণের একটি কাঠামো নয়; বরং এটি দেশের শিল্পায়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তির সুবিধা গ্রহণ, মানসম্পন্ন পণ্য আমদানি এবং ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া সহজ করার মাধ্যমে দেশের বেসরকারি খাত আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। নতুন আমদানি নীতিতে মোটরসাইকেল আমদানির ক্ষেত্রে ইঞ্জিনক্ষমতার সীমা বাড়িয়েছে সরকার। এর ফলে সম্পূর্ণ তৈরি অবস্থায় সর্বোচ্চ ৩৭৫ সিসি পর্যন্ত মোটরসাইকেল আমদানির সুযোগ তৈরি হয়েছে।

এর আগে ২০২১২০২৪ সালের আমদানি নীতি অনুযায়ী, সম্পূর্ণ তৈরি অবস্থায় ১৬৫ সিসির বেশি মোটরসাইকেল আমদানিতে বিধিনিষেধ ছিল। নতুন নীতিতে আমদানি সহজ করতে আরও বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ঋণপত্র (এলসি) খোলার পাশাপাশি এখন থেকে কোনো মূল্যসীমা ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে পণ্য আমদানি করতে পারবেন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আমদানিকারকেরা।

সার মজুতে ঘাটতি নেই, গ্যাস-জ্বালানি সঙ্কট মোকাবিলায় সরকারের নানা উদ্যোগ

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

দেশে সারের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে, সারের কোনো ঘাটতি নেই বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান।

তিনি বলেন, সার নিয়ে কোথাও কোথাও সমস্যা থাকলেও তা মূলত বিতরণ ব্যবস্থায়। সরকার বিতরণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে যাওয়ায় নতুন প্রক্রিয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে কিছুটা অস্থিরতা তৈরি হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) সচিবালয়ে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী আন্দালিভ রহমান ও ইয়াসের খান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। সার বিতরণ পরিস্থিতি তুলে ধরে জাহেদ উর রহমান বলেন, কোনো কোনো ডিলার তাদের জন্য বরাদ্দ করা সার উত্তোলন করছেন না। এ ধরনের কিছু ঘটনার কারণে কোনো কোনো এলাকায় সাময়িক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তবে এ পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর এ উপদেষ্টা বলেন, সারের ঘাটতি যেন না হয়, সে জন্য ২৪ আগস্ট সরকারি ক্রয় কমিটির বৈঠকে ৩ লাখ ৬৫ হাজার টন সার আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর এক সপ্তাহ আগে কানাডা, রাশিয়া ও সৌদি আরব থেকে আরও এক লাখ ১৫ হাজার টন সার আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়।ডিলারদের বরাদ্দকৃত সার উত্তোলন ও যথাযথ বিতরণের জন্য কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ২৪ আগস্ট পর্যন্ত দেশে ইউরিয়ার মজুত ৪ লাখ ৮২ হাজার ২০০ টন, টিএসপি ৩ লাখ ৬৯ হাজার, ডিএপি ৩ লাখ ৬৮ হাজার এবং এমওপি এক লাখ ৪৬ হাজার টন। সব মিলিয়ে সারের মজুত রয়েছে ১৩ লাখ ৬৫ হাজার টন। এছাড়া আমদানির পর্যায়ে রয়েছে ২ লাখ ১০ হাজার টন টিএসপি, ২ লাখ ৮০ হাজার টন ডিএপি এবং ৩ লাখ ৭৫ হাজার টন এমওপি। নতুন করে অনুমোদন হয়েছে ৬০ হাজার টন টিএসপি, এক লাখ ২০ হাজার টন ডিএপি এবং এক লাখ ১৫ হাজার টন এমওপি আমদানির।

মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংকটের কারণে সারের সরবরাহ নিয়েও সরকার সতর্ক রয়েছে বলে জানান জাহেদ উর রহমান। তিনি বলেন, হরমুজ প্রণালী নিয়ে আলোচনা হলে সাধারণত জ্বালানির বিষয়টি বেশি সামনে আসে। কিন্তু বিশ্বের প্রায় ২৫ শতাংশ সারও এই নৌপথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। খাদ্য নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সরকার এসব বিষয়ে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করছে।

বাড়তি আমদানিতেও সিলিন্ডার গ্যাসে সংকট

আগামী দিনে খাদ্য উৎপাদন নিয়ে বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তা

তৈরি হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি 'এল নিনো'র সম্ভাব্য প্রভাবের কথাও তুলে ধরেন। এসব অনিশ্চয়তা বিবেচনায় নিয়েই সরকার আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানান তিনি।

গ্যাস সরবরাহ পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পরিস্থিতি নিয়ে জাহেদ উর রহমান বলেন, গ্যাসের সরবরাহ এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। সম্প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত এফএসআরইউ মেরামত করা হয়েছে। তবে বর্তমানে গ্যাসের যে কার্গো রয়েছে, সেটির সরবরাহে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। শিগগির পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। শিল্পকারখানাগুলো সচল রাখতে গ্যাস ও বিদ্যুতের বিল এককালীন পরিশোধের পরিবর্তে ১২ মাসের কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।ব্যবসায়ীদের শঙ্কা ও গুজব দূর করতে নিয়মিত সরকারি ব্রিফিং দেওয়া হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, গ্যাসের ওপর চাপ কমাতে শিল্পকারখানায় ব্যবহারের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস সাশ্রয় এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর উৎপাদন সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভোলা থেকে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে আনার উদ্যোগ

ভোলার নতুন গ্যাসক্ষেত্র থেকে দ্রুত জাতীয় গ্রিডে গ্যাস যুক্ত করতে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে জরুরি পাইপলাইন নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা।

তিনি বলেন, ভোলায় বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারযোগ্য গ্যাসের মজুত রয়েছে। এই গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে আনা হবে, নাকি এলএনজিতে রূপান্তর করে আনা হবে- এ নিয়ে আলোচনা ছিল। তবে বিষয়টি দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিদেশি গ্যাস আমদানির ওপর নির্ভরতা কমাতে দেশীয় উৎস থেকে এক হাজার ৭৫০ এমএমসিএফডি গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যে ১৫০টি কূপ খনন ও পুনঃখননের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দেশে বিপুল পরিমাণ গ্যাসের সম্ভাব্য মজুতের কথা তুলে ধরে জাহেদ উর রহমান বলেন, বিভিন্ন জরিপে দেশে ৪০ থেকে ৫০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট পর্যন্ত গ্যাস থাকার সম্ভাবনার কথা উঠে এসেছে। বর্তমানে দেশের বার্ষিক গ্যাসের চাহিদা প্রায় এক দশমিক ৩ থেকে এক দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। অর্থনীতির আকার বাড়ার সঙ্গে এই চাহিদা আরও বাড়বে। স্থলভাগে গ্যাস অনুসন্ধান দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার সমালোচনা করে তিনি বলেন, বর্তমান সংকট বহু বছরের পুঞ্জীভূত সমস্যা।

করপোরেট কর্নার

দিনাজপুরের জিয়া হার্ট ফাউন্ডেশনকে অ্যাম্বুলেন্স দিলো এনসিসি ব্যাংকঃ সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জিয়া হার্ট ফাউন্ডেশন, দিনাজপুরকে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সমৃদ্ধ একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করেছে এনসিসি ব্যাংক পিএলসি। সম্প্রতি সচিবালয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন এবং প্রতিমন্ত্রী ফারজানা শারমীনের উপস্থিতিতে জিয়া হার্ট ফাউন্ডেশন, দিনাজপুরের সাধারণ সম্পাদক এ কে এম আজাদের হাতে অ্যাম্বুলেন্সের চাবি হস্তান্তর করেন এনসিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. নূরুন নেওয়াজ সেলিম। অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন এনসিসি ব্যাংকের এই উদ্যোগের জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা উন্নয়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এ খাতের উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের আরও সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এনসিসি ব্যাংকের মতো অন্যান্য করপোরেট প্রতিষ্ঠানও সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমে আরও বেশি ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এনসিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. নূরুন নেওয়াজ সেলিম বলেন, এনসিসি ব্যাংক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ব্যাংকিং কার্যক্রমের পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় জিয়া হার্ট ফাউন্ডেশন, দিনাজপুরকে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সমৃদ্ধ একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে। হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের জরুরি ও তাৎক্ষণিক চিকিৎসাসেবা প্রদানে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। -**বিজ্ঞপ্তি**

রাজধানীতে বাটার দুটি নতুন স্টোর উদ্বোধনঃ রাজধানীর বারিধারা ও সাতমসজিদ রোডে বাটার দুটি নতুন স্টোর উদ্বোধন করা হয়েছে। স্টোর দুটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাটা বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফারিয়া ইয়াসমিনসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, আমন্ত্রিত অতিথি ও ব্যবসায়িক অংশীদারেরা উপস্থিত ছিলেন রাজধানীর বারিধারা ও সাতমসজিদ রোডে বাটার দুটি নতুন স্টোর উদ্বোধন করা হয়েছে। রাজধানীর বারিধারা ও সাতমসজিদ রোডে দুটি নতুন স্টোর উদ্বোধন করেছে গ্লোবাল ফুটওয়্যার ব্র্যান্ড বাটা বাংলাদেশ। বাটার চলমান রিটেইল সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতায় নতুন এ দুটি স্টোর চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রাজধানীতে বাটার উপস্থিতি আরও শক্তিশালী হবে এবং গ্রাহকদের কাছে সর্বশেষ কালেকশন আরও সহজলভ্য হবে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাটা। স্টোর দুটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাটা বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফারিয়া ইয়াসমিনসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, আমন্ত্রিত অতিথি ও ব্যবসায়িক অংশীদারেরা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নতুন স্টোর দুটি বাটার আধুনিক রিটেইল কনসেপ্টের আদলে সাজানো হয়েছে, যেখানে পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য বাটার সর্বশেষ ফুটওয়্যার ও লাইফস্টাইল কালেকশনের বিস্তৃত সমাহার রয়েছে। স্টাইল, আরাম, গুণগত মান ও বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে গ্রাহকদের জন্য আধুনিক ও স্বাচ্ছন্দ্যময় কেনাকাটার পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। স্টোর দুটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাটা বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফারিয়া ইয়াসমিন বলেন, পরিবর্তন ও নতুনত্বের মাধ্যমে গ্রাহকদের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকার চেষ্টা করছে বাটা।-**বিজ্ঞপ্তি**

সুবর্ণজয়ন্তীতে বিজের প্রতিষ্ঠাতা সাইফুল ইসলামকে সম্মাননাঃ ক্ষুদ্রঋণ ও উন্নয়ন সংস্থা বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) ২২ আগস্ট শনিবার তার ৫০ বছর পূর্তি তথা সুবর্ণজয়ন্তী উদ্?যাপন করেছে। রাজধানীর আইসিসিবিতে দিনব্যাপী আয়োজনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংস্থাটির পাঁচ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশ নেন ক্ষুদ্রঋণ ও উন্নয়ন সংস্থা বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) ২২ আগস্ট শনিবার তার ৫০ বছর পূর্তি তথা সুবর্ণজয়ন্তী উদ্?যাপন করেছে। ক্ষুদ্রঋণ ও উন্নয়ন সংস্থা বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) ২২ আগস্ট শনিবার তার ৫০ বছর পূর্তি তথা সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করেছে। রাজধানীর আইসিসিবিতে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংস্থার প্রায় পাঁচ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশ নেন। বিজের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, সুবর্ণজয়ন্তী উদ্?যাপন অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন বিজের প্রতিষ্ঠাতা ও জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা সাইফুল ইসলাম রবিন। তাঁকে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়।-**বিজ্ঞপ্তি**

পুঁজিবাজারে বড় দরপতন

সব খাতের শেয়ারে নেতিবাচক রিটার্ন

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

দেশের পুঁজিবাজারে গতকাল সব ধরনের সূচকে নিম্নমুখিতা দেখা গেছে। এদিন দেশের পুঁজিবাজারের সব খাতের শেয়ারেই নেতিবাচক রিটার্ন এসেছে। দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) সার্বিক সূচক ডিএসইএক্স প্রায় দেড় শতাংশ পয়েন্ট হারিয়েছে। অন্যদিকে চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সূচকেও ছিল নিম্নমুখী প্রবণতা। বাজার পর্যালোচনায় দেখা যায়, গতকাল ডিএসইএক্স সূচক ৭৯ পয়েন্ট কমে ৫ হাজার ৬৪৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে, আগের কার্যদিবসে যা ছিল ৫ হাজার ৭২২ পয়েন্ট। নির্বাচিত কোম্পানির সূচক ডিএস-৩০ দিনের ব্যবধানে ১৫ পয়েন্ট কমে ২ হাজার ১৩১ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে, আগের কার্যদিবসে যা ছিল ২ হাজার ১৪৫ পয়েন্ট। শরিয়াহ সূচক ডিএসইএস এদিন ১৬ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১২৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে, আগের কার্যদিবসে যা ছিল ১ হাজার ১৪০ পয়েন্ট। গতকাল সূচকের পতনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে শার্প ইন্ডাস্ট্রিজ, পূবালী ব্যাংক, ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ, ইসলামী ব্যাংক ও বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের শেয়ার। বাজার বিশ্লেষকরা বলছেন, গতকাল ডিএসইতে শেয়ার বিক্রয় চাপ বাড়তে থাকায় লেনদেনে বড় ধরনের দরপতন দেখা গেছে। বিনিয়োগকারীরা তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর আয়-উপার্জনে বড় ধরনের নিম্নমুখী প্রবণতার আশঙ্কায় শেয়ার বিক্রির দিকে ঝুঁকেছেন। এছাড়া দেশজুড়ে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটের দ্রুত সমাধানের কোনো লক্ষণ দেখা না যাওয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে চলমান ভূরাজনৈতিক উত্তেজনাও বিনিয়োগকারীদের আস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ডিএসইতে গতকাল ৬০২ কোটি টাকার সিকিউরিটিজ হাতবদল হয়েছে, আগের কার্যদিবসে যা ছিল ৭১১ কোটি টাকা। এদিন এক্সচেঞ্জটিতে লেনদেন হওয়া ৩৮৭টি কোম্পানি, মিউচুয়াল ফান্ড ও করপোরেট বন্ডের মধ্যে দর বেড়েছে ১৪টির, কমেছে ৩৫৫টির ও দর অপরিবর্তিত ছিল ১৮টির। খাতভিত্তিক লেনদেনচিত্রে দেখা যায়, গতকাল ডিএসইর মোট লেনদেনের ২৪ দশমিক ৬ শতাংশ দখলে নিয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে বস্ত্র খাত। ১১ দশমিক ৭ শতাংশ দখলে নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ওষুধ ও রসায়ন খাত । সাধারণ বীমা খাত ১১ দশমিক ৬ শতাংশ লেনদেনের ভিত্তিতে তালিকার তৃতীয় অবস্থানে ছিল। ৯ দশমিক ৭ শতাংশ লেনদেনের ভিত্তিতে তালিকার চতুর্থ স্থানে ছিল প্রকৌশল খাত। আর পঞ্চম অবস্থানে থাকা ব্যাংক খাতের দখলে ছিল লেনদেনের ৮ দশমিক ৪ শতাংশ।

শেয়ারবাজারে টানা দরপতন, ৫০০ কোটি টাকার ঘরে নেমেছে লেনদেন

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

দরপতনের বৃত্ত থেকে বের হতে পারছে না দেশের শেয়ারবাজার। আগের কার্যদিবসের ধারাবাহিকতায় গতকাল মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) মূল্যসূচকের পতন হয়েছে। এ নিয়ে গত ১০ কার্যদিবসের মধ্যে নয় দিনই শেয়ারবাজারে সূচকের পতন হলো।

সূচকের পাশাপাশি ডিএসইতে লেনদেনের গতিও কমেছে। মঙ্গলবার লেনদেন ৫০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এসেছে, যা চলতি বছরের ৬ এপ্রিলের পর সর্বনিম্ন। মূল্যসূচক ও লেনদেন কমলেও ডিএসইতে দাম বাড়ার তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল বেশি। তবে সিএসইতে ব